Registered No. 35.

অমৃতবাজারপত্রিকা

৬ ভাগ | কলিকাতাঃ—২৭এ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। | ৩১ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

—ooo—

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফর্ত্তি বিহীনহইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে স্ফর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য থমতঃ ৫ পাঁচ টাকা রূপাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা না।

যাহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ খানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ৷৹ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বাউপ্রধান ধাতুর পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাশুলইত্যাদি ,, ,, ,, ৷৹ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউঠা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার এক আউন্স শিশির মূল্য ৷৷৹ আনা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ৷/৹ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েন্টেল এপথিকারিশ হল দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী মোহালা নবিশ ও কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী ইউনিভারস্যাল মেডিকাল হলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

নটনন্দিনী

শ্রীহরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২২৪০ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵ আনা স্ত্রীজাতির সতীত্ব রত্ন যে অবশ্য রক্ষনীয় ইহা তাহারি একটী উপমান স্বরূপ, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, এবং গোয়াবাগান, ১৪ নং ভবন নুতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মুল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৶০ আনা।

উপরের গ্রন্থ কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তক ও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

হিন্দু ধর্ম্ম মর্ম্ম —— মুল্য আট আনা।
বাগবাজার বসুপাড়া ১৫ নং বাটীতে প্রাপ্তব্য।

পুরস্কার ৫০ টাকা।

আমার পুত্র অভয়চরন রায় ১২৭৯ সালের ১৭ই ভাদ্র অবধি অনুদ্দেশ হইয়াছে। বয়স ১৯ বৎসর, ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বামগালে নাকের নিকট একটী কাল দাগ (জতুক) আছে, বাহুর মধ্যস্থলে বেষ্টন করিয়া তাগার ন্যায় একটী পোড়া দাগ আছে, মধ্যমাকৃতি। সন্মুখের উপরের দাঁত ঈষৎ উচ্চ। বাড়ী ঢাকার জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার অধীন গালিমপুর। যে ব্যক্তি ইহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট সংবাদ দিলে হইবে। (২)

শ্রীরামচরণ রায়।

FOR SALE
VERY CHEAP

An English built Brougham and a half garee in excellent order.
Apply to Babu B. C. Dass
No 92 Bowbazar Street.

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে গুপ্তযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিক, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি, রপ্তানি দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮৲ যাণ্মাষিক ৪৷০ ও ত্রৈমাসিক ২৷০।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—সহকারী সম্পাদক।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মুল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৹ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷ টাক মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রিট ২৩ নং ভবনে পাওয়া যাইবে। (৩৫)

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রনা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩৷৹ টাকা মায় ডাকমাশুল।

ব, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির যে সমস্ত কার্য্য উহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আপিষ গুপ্তযন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের মুদ্রিত নিয়মাবলী ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বীরে বীরত্বকে ভক্তি করে।

যশোহরে ভারি দুরন্ত একজন জজ ছিলেন। তাঁহার জ্বালায় আমলা উকিল ও নিজের ভৃত্য পর্য্যন্ত অস্থির হয়। তাঁহার নিমিত্ত বৃক্ষে কাক ডাকিতে পারিত না। কাক ডাকিলে তিনি কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার পশ্চাদ ২ দৌড়াইতেন। নিজ ভৃত্য দিগকে কথায় কথায় মারিতেন। এক দিন রাত্রে তিনি নিজ গৃহে একা বসিয়া আছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার খানসামাকে তিনি ডাকিলেন। ডাকিয়া কিছু কহা বলা নাই অমনি ধরিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন। খানসামার বরাবরি সাহেবের প্রহার সহ্য করা অভ্যাস ছিল কিন্তু সে দিন তাহার আর সহ্য হইল না। সে সাহেবকে ধরিল এবং মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিল এবং বসিয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। সাহেব কিয়ৎক্ষণ প্রহার সহ্য করিয়া খানসামার হাত ধরিলেন এবং হাত ধরিয়া বলিলেন "বস্ কর, বহুত হুয়া।" খানসামা সাহেবকে ছাড়িয়া দিল। সাহেব উঠিয়াই খানসামাকে ২০ টাকা বখশীস দিলেন এবং সেই অবধি উক্ত খানসামা সাহেবের ভারি প্রিয় পাত্র হইল।

আর এক জন সাহেব ইনি এক্ষণ এক জন কমিশনার। ইহার অহঙ্কার ও দুরন্ত স্বভাবের নিমিত্ত ইংরাজ বাঙ্গালি সকলেই ইহার উপর চটা। এক দিন ইনি ওয়ার্ড দেখিতে যান। সেখানে অনেক গুলি জমিদারের পুত্র ছিলেন। ইহার এক জনের সঙ্গে সাহেবের বিবাদ হয়। সাহেব তাহাকে অপমান করেন। জমিদারের ছেলে অপমানিত হইয়া সাহেবকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া ভূতলে নিঃক্ষেপ করেন। কমিশনার সাহেব বালকের পরাক্রম দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমরা শুনিয়াছি তিনি সেই অবধি এই যুবা জমিদারকে ভক্তি করেন।

একটি সাহেবের পোষিত হরিণ রজ্জু ছিন্ন করিয়া এক দিন এক ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, তাহার প্রাণ শঙ্কটাপন্ন হয়। সেখানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, কাহারও সাহস হইল না যে তাহার রক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর হন। এই স্থলে একটি বাঙ্গালি যুবা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বীরত্ব সহকারে অগ্রসর হইলেন এবং বাহুবলে হরিণকে পরাভব করিলেন। এক জন ইংরাজ রাজ পুরুষ ইহা দেখিয়া ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। ইনি বাঙ্গালি যুবাকে তৎক্ষণাৎ পোলিস ইনেস্পেক্টর পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এক্ষণ পোলিস এসিস্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছেন।

নীল হাঙ্গামের সময় এক জন মাজিষ্ট্রেট ও পোলিস দারগা প্রজার জনতা ভাঙ্গিতে মফস্বলে গমন করেন। প্রজারা মাজিষ্ট্রেটকে নীল কুঠীয়াল বিবেচনা করিয়া আক্রমণ করে। সাহেব পদব্রজে সেখানে আসিয়াছিলেন। প্রাণের ভয়ে দৌড়াইয়া পলায়ন করেন। দারগাও সেই সঙ্গে সঙ্গে পালান। ইতিমধ্যে সম্মুখে একটি বেড়া পড়ে। সাহেব বেড়ার নিম্ন দিয়া হামাগুড়ি দিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু দারগা লম্ফ দিয়া উহা উল্লংঘন করেন। মাজিষ্ট্রেট ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দারগার পদোন্নতি করিয়া দেন।

ইংরাজেরা নিজে বীর ও বলবান। কেহ বীরত্ব করিলে কি সাহস দেখাইলে তাহার প্রতি ইংরাজ দিগের ভক্তির ও ভাল বাসার উদ্রেক হয়! তাহারা তাহাকে ঘৃণা করেন না। অশীতি বর্ষীয় ইংরাজেরও বাল্য ভাব যায় না। কোন বালককে নিতান্ত ধীর শান্ত গম্ভীর দেখিলে তাহারা তাহাকে অপদার্থ জ্ঞান করেন।

সে দিবস যখন মেডিকেল কালেজের ইংরাজ ও বাঙ্গালি ছাত্র দিগের পরস্পর বিবাদ হয় তখন কালেজের প্রিন্সিপ্যাল বাঙ্গালি ছাত্র দিগকে বলেন যে "আমি কনেক্টেবেল না।" ইতি পূর্ব্বে আর এক বার মেডিকেল কালেজে ইংরাজ ও বাঙ্গালি ছাত্রে বিবাদ হয়। বাঙ্গালি ছাত্রেরা কালেজের প্রিন্সিপেলের নিকট অভিযোগ করে। তখন আর একজন ডাক্তার প্রিনসিপ্যাল ছিলেন। তিনি ছাত্রদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিলেন "তোমরা কি খোকা? তোমাদের ইহা লইয়া অভিযোগ করিতে লজ্জা বোধ করে না?" সে দিবস মেডিকেল কালেজের ছাত্রেরা যদি দরখাস্ত না করিয়া আপনারা এ বিষয় মীমাংসা করিতেন তাহা হইলে ইংরাজ ছাত্রেরা আর কখনই বাঙ্গালিদিগকে ঘৃণা করিতেন না, প্রত্যুত সমকক্ষ বিবেচনা করিতেন, তাহাদের প্রতি সম্মানের উদয় হইত, পরস্পর আত্মীয়তা হইত এবং সম্ভবতঃ পরস্পরে আর কখনই বিবাদ হইত না। কিন্তু নানা অস্বাভাবিক শাসনে আমাদের সমাজ জীবন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। বালকদিগের পর্য্যন্ত আর উৎসাহ নাই। বাল্যকালের ক্রীড়া, পাঠশালার মারামারি প্রভৃতি অপূর্ব্ব দৃশ্য সকল অনেক দিন এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমরা ঢাকা প্রকাশের নিম্নোক্ত বিবরণ টী পাঠ করিয়া আশ্বাসিত হইলাম।

"সে দিন আমাদের এই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ও জগন্নাথস্কুলের কতিপয় ছাত্রের পরস্পর মধ্যে অতি সামান্য কোন কথা লইয়া বাদানুবাদ হয়। তাহাই ক্রমে হস্তাহস্তী ও মারামারীতে পরিণত হইয়া উঠে। প্রথম দিন তত ভয়ানক হয় নাই বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন কলেজের প্রায় ১০০। ১৫০ এবং জগন্নাথ স্কুলের প্রায় ১৫০। ২০০ ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া নদীর ধারে যাইয়া ঘোর তর মারামারী উপস্থিত করে। শুনিলাম স্কুল ইন্স্পেকটর শ্রীযুক্ত সি বি ক্লার্ক সাহেব এবং কলেজের প্রফেসর গেরেট সাহেব স্বয়ং ঘটনাস্থলে যাইয়া অনেক চেষ্টা দ্বারাও ছাত্রদিগকে নিবৃত্ত রাখিতে পারেন নাই।"

যে দিন আমরা শুনি প্রেসিডেন্সী কালেজের ছাত্রেরা সসজ্জ হইয়া মেডিকেল কালেজের ছাত্র দিগকে বিবাদের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে এবং পোলিসকে মারিয়া পরাস্থ করিয়াছে সে দিন প্রকৃত আমাদের আনন্দ হইল। আবার ঢাকার ছাত্র দিগের বিবাদের কথা শুনিয়া আমাদের আশার উদ্রেক হইল। যে দেশের বালকেরা অভিভাবক গণের অস্বাভাবিক শাসনে এবং যুবা ও প্রৌঢ়রা অস্বাভাবিক রাজ শাসনে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইতে পারে না সে জাতির অচিরাৎ ধ্বংশ হয়। পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াই যে নদী মৃদু গতিতে প্রবাহিত হয় তাহা কখনই সাগর পর্য্যন্ত যাইতে পারে না। যে পিতা মাতা নিজ সন্তানকে বাল্য কালে প্রাজ্ঞ করিতে যত্ন করেন, তাহার সন্তান যুবা কালে বৃদ্ধ হয় এবং প্রৌঢ় অবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করে।

ইংরাজ সমাজের প্রকৃতি।

ভারতবর্ষের পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর হগ সাহেবের স্ত্রী ব্যভিচারিণী হন। তিনি এই নিমিত্ত স্ত্রী পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আদালতে অভিযোগ করেন। প্রমাণ হয় যে কর্ডারি সাহেবের সঙ্গে তাহার প্রসক্তি আছে এবং আদালত হইতে হুকুম হইয়াছে যে হগ সাহেব তাহার স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

হগ সাহেবের এদেশে অতি উচ্চপদ, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান। তাঁহার পিতার সার উপাধি, তাঁহার স্ত্রী একজন সৈনিক জেনারেলের কন্যা এবং কর্ডারি সাহেব একজন সিবিলিয়ান ও পঞ্জাবের শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর। আবার হগ সাহেবের স্ত্রী যখন ব্যভিচারিণী হন তখন তাহার পাঁচটি সন্তান।

আমরা এরূপ গর্ব্ব করি না যে আমাদের সমাজে কোনরূপ পাপ নাই। আমরা এরূপ গর্ব্ব করি না যে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকে দুর্ম্মতিবশতঃ কখনই ধর্ম্মচ্যুত হন না। কিন্তু হিন্দুসমাজে এরূপ উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিতদিগের মধ্যে এরূপ গর্হিত কার্য্য প্রায় লক্ষিত হয় না। আবার যে স্ত্রীর পাঁচটী সন্তান তাহার পক্ষে ব্যভিচারিণী হওয়া হিন্দুসমাজে অতি বিরল।

ইংরাজ সমাজের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইংরাজ সমাজে স্ত্রীরা হিন্দু অবলা মহিলাদিগের ন্যায় নিতান্ত উপায় শূন্য নন। আমাদের দেশের স্ত্রীর যেমন স্বামী ভিন্ন অন্য গতি নাই, ইংরাজ রমণী দিগের সেরূপ ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত হইয়া থাকিতে হয় না। সেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমাজে প্রায় তুল্যপদ এবং স্ত্রী কি পুরুষের চরিত্র কলঙ্কিত হইলে উভয় উভয়কে পরিত্যাগ করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের দেশে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে যেরূপ মনে ক্ষোভের উদয় হয় এবং আমরা আত্মগ্লানি দ্বারা অভিভূত হই, ইংরাজ সমাজে এরূপ স্থলে স্ত্রী কি স্বামীকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় করিতে পারিলে তাহারা শত্রু দমনের আনন্দ অনুভব করেন। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে যেরূপ স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে রাজ আজ্ঞা কি শাস্ত্রানুসারে পরিত্যাগ না করিয়াও আবার বিবাহ করিতে পারা যায়, ইংরাজেরা তাহা পারেন না। তাহাদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই। স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে হইলে রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হয় এবং রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে উহা দেশ রাষ্ট্র হয়। এই নিমিত্ত হগ সাহেবের ব্যবহারে সম্ভবতঃ ইংরাজেরা আমাদের ন্যায় বিন্দু মাত্র গ্লানি দেখিতেছেন না। তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা সকল ইংরাজেই করিয়া থাকেন এবং এমন অবস্থায় ইহা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। সম্ভবতঃ এই নিমিত্ত হগ সাহেব তাহার স্ত্রীর কলঙ্ক জগৎ রাষ্ট্র হইল বলিয়া দুঃখিত কি গ্লানিগ্রস্ত হন নাই। প্রত্যুত মকদ্দমার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে পাছে তাঁহার স্ত্রী ব্যভি-

চার অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান এই ভয়ে তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি ইহার নিমিত্ত স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃতি হইয়া ডাকঘর হইতে তাঁহার স্ত্রীর পত্র গোপনে গ্রহণ করেন। ইহার নিমিত্ত নিজ ব্যয়ে একজন গয়েন্দা নিযুক্ত করেন এবং সে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায় ও কিসে তাহার চরিত্র কলঙ্কিত হইবে এই রূপ ঘটনা সমুদয় সংগ্রহ করে।

হিন্দু সমাজ অন্যরূপ। এরূপ ঘটনা দ্বারা এদেশীয়গণ অত্যন্ত গ্লানি গ্রস্থ হন। স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ হইলে তাঁহারা গোপনে তাহার পত্র পাঠ করিতে পারেন, তাহার চরিত্র অনুসন্ধান নিমিত্ত গয়েন্দা নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু ইহা লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হওয়া, উৎসাহ পূর্ব্বক মকদ্দমার তদ্বির করা, এ সকল হিন্দুদিগের রুচিগত নহে। হগ সাহেব, তাঁহার পিতা, তাঁহার মাতা ও আত্মীয় স্বজন মহা উৎসবের সহিত তাঁহার স্ত্রীর ভ্রষ্টত্ব প্রমাণ ও জগতে প্রচার করিবার জন্য সাক্ষ্য দিলেন, ইহা হিন্দু অনুভব করিতে পারেন না,অনুভব করিলে তাঁহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। হিন্দুরা সকল অপেক্ষা স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধীয় কলঙ্ককে অধিক ভয় করেন। এদেশের কাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে তিনি সমাজে আর মুখ দেখান না, সমাজ হইতে স্থগিত হন। অনেকে এরূপ অবস্থায় দেশ পরিত্যাগ করেন, তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবও ভদ্র সমাজে গমন করিতে কুণ্ঠিত হন।

ইংরাজদিগের সমাজের সঙ্গে আমাদের কোন রূপ সংস্রব নাই সুতরাং তাহাদের সমাজের দোষ গুণে আমাদের কিছু আইসে যায় না তবে এরূপ গ্লানি সূচক বিষয় রাষ্ট্র হইলে আমাদের শুনিতে হয় এবং শুনিয়া আমরা কষ্ট পাই। আমাদের আর একটী ভয় হয় পাছে এই সমুদয় কুৎসিত ঘটনা গুলির সংবাদ আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। ভিন্ন দেশীয় অনেক কুৎসিত আচার ব্যবহার আমাদের সমাজে অনেক রূপ পাপ আনিয়াছে। আবার এরূপ অপকৃষ্ট উদারহণ সমুদয় এদেশে প্রচার হইলে দুর্ব্বল হিন্দু সমাজের রক্ষা পাওয়া কঠিন হইবে। আমরা এই নিমিত্ত প্রার্থনা করি যেন ইংরাজেরা তাহাদের এই সমুদয় কুৎসিত আচার ব্যবহার গুলি এদেশে রাষ্ট্র না করেন। ইহাতে আর একটী ভয় আছে। আমরা ইংরাজদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি। তাঁহারা আমাদের আদর্শ স্থল ও ধর্ম্ম ও জ্ঞান দাতা। এ সমুদয় প্রকাশ হইলে তাঁহাদের প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিবে না এবং তাঁহাদের অনেক আধিপত্য কমিয়া যাইবে।

ঢাকার বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় নবীনের মোকদ্দমার জন্য ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। শিয়াড় শোলের জমিদার বাবু রামেশ্বর মালিয়াও উক্ত বিষয়ে সাহায্য করিবেন আমাদিগকে লিখিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, আজিম গঞ্জের রায় লক্ষীপতি সিংহ বাহাদুর আপনার জমিদারির মধ্যে রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, প্রজাদিগের নিকট হইতে বাজে আদায় বলিয়া এক পয়সা তিনি গ্রহণ করিবেন না। নির্দ্দোষী জমিদারেরা এতদিন ভাবিয়া ছিলেন যে নিষ্পীড়ক জমিদারেরা তাহাদের উপর কোন কলঙ্ক আনিতে পারিবে না। কিন্তু যেরূপ গতিক তাহাতে অন্যের অপরাধে ভাল জমিদারেরাও ক্ষতি গ্রস্থ হইতে আরম্ভ হইয়াছেন। অতএব এক্ষণ তাহাদের নিজের নির্দ্দোষিতা যেরূপ সপ্রমাণ করা উচিত, তেমনি দোষী জমিদারদিগকেও দমন করা কর্ত্তব্য।

——:——

গত কল্য মহান্তের মকদ্দমা আরম্ভ হয়। বারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব মহান্তের পক্ষ সমর্থন করেন। জ্যাকসন সাহেব বলেন যে জইেণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিউরস্ সাহেবের মহান্তকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিবার ক্ষমতা নাই, এবং তাহার পক্ষ সমর্থনাথ আইন প্রদর্শন করেন। সুতরাং জজ সাহেব আপাততঃ মহান্তের মোকর্দ্দমা খারিজ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। পুনরায় মহান্তকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলে তাহার বিচার হইবে। নবীনের মোকর্দ্দমার বিচার অদ্য হইবে। নবীনেরপক্ষে বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

—০—

প্রথমে রায় দিনবন্ধু মিত্র বাহাদুর কলিকতা পোষ্ট আফিস হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। তাহার স্থলে বাবু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত হইলেন। কিছু দিনের পর তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালি যে কাজ করিতেন তাহার স্থলে দুইজন সাহেব নিযুক্ত হইলেন। আবার সম্প্রতি বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত আসামে বদলি হইয়াছেন এবং আমরা শুনিতেছি তাহার স্থলে একজন সাহেব নিযুক্ত হইবেন। বাবু সূর্য্যকুমার গাঙ্গুলিও কদর্য্য স্থলে বদলি হইয়াছেন। আবার এই রূপ রাষ্ট্র যে রায় দিনবন্ধু মিত্র বাহাদুরও সত্বর নির্ব্বাসিত হইবেন এবং সম্ভবতঃ ইহাদের স্থলে ক্রমে সাহেব নিযুক্ত হইবেন। পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল বলেন যে, কার্য্যের বিশৃঙ্খলতার নিমিত্ত এই সমুদায় যোগ্য কর্ম্মচারিকে দূর দেশে প্রেরণ করিতে হইতেছে। এটি সত্য হইতে পারে, কিন্তু যদি উত্তম রূপে কার্য্য করিলে তাহার পুরস্কার নির্ব্বাসন হয় তবে পোষ্টাল বিভাগে আর কে উত্তম রূপে কার্য্য করিবে। তাঁহারা যোগ্যতার নিমিত্তই যদি নির্ব্বাসিত হইয়া থাকেন, তবে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। আমরা জানি নিম্ন আসাম অতি কদর্য্য স্থান, সেখানে যোগ্য লোককে পাঠাইতে হইলে তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

—০—

মুর্শিদাবদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে একজন মাজিষ্ট্রেট দেশীয় জুতা পায় দিয়া লোককে কাছারি গমন করিতে বারণ করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের একটী পুরাতন কথা মনে পড়িল। কথাটী সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন প্রথম ইংরাজ রাজ্য স্থাপন হয় তখন মুর্শিদাবাদের নবাবের একটী মাসরার বন্দবস্ত হয়। কিন্তু পরে কোম্পানি বাহাদুর তাহা কমাইয়া দেন। কমাইবার সময় নবাব কোম্পানি বাহাদুরকে লিখেন যে শকুন যত উচ্চেই উঠুক, তাহার দৃষ্টি মৃত দেহের উপর ভিন্ন অন্য কোথাও পতিত হয় না।

ইংলণ্ডস্থিত ইষ্টইণ্ডিয়া এশোসিয়াশনের সাহায্যার্থে গত বৎসর ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ১৩৮৮০০ টাকা দান করিয়াছেন।

—।০।—

মিরার শুনিয়াছেন যে উড়িষ্যার জমিদার বাবু কালীপদ বন্দোপাধ্যায় আয় ব্যয় সভায় সাক্ষ্য দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি যাইতে অসম্মত হইয়াছেন। আমরা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কালীপদ বাবু এই ক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি কত বড় বৃহৎ জবদিহির ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত সম্ভবতঃ ইংলণ্ড গমনে অস্বীকার হইয়াছেন। তিনি এটি যখন বুঝিতে পারিয়াছেন তখন তাঁহাদ্বারা কিছু কাজ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

—০—

ডিউক অব এডিনবরার বিবাহ হইলে ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। এই নিমিত্ত তাহার মাসোয়ারা বৃদ্ধি করিবার মানসে রাজমন্ত্রী পার্লিয়েমেণ্টে প্রস্তাব করেন। পার্লিয়েমেণ্টের কোন কোন সভ্য ইহাতে আপত্তি করেন বটে কিন্তু শেষে সেখানে এ বিষয়স্থিরীকৃত হয়। এক্ষণ মহারাণীর মুঞ্জুর করা মাত্র অপেক্ষা আছে। কিন্তু ইহার প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত লণ্ডনে একটী সভার অধিবেশন হয়। ব্রডলো সাহেব এ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে আমাদের মহারাণীর নিকট এই মর্ম্মে এক খানি আবেদন করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ "গত ২৫ বৎসর হইতে ইংলণ্ডে ক্রমে কর বৃদ্ধি হওয়ায় লোকে ভারি দায়গ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে,আবার মহারাণী যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারিস্বত্বে প্রাপ্ত হন তাহার এই ২৫ বৎসরে বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব মধ্যম রাজ্ঞীপুত্রের পরিবারের নিমিত্ত অধিক যে ব্যয় লাগিবে তাহা তিনি নিজ হইতে প্রদান করেন। ইতি পূর্ব্বে রাজ পরিবারের নিমিত্ত রাজ্য হইতে যে ব্যয় পড়িত এক্ষণ তদপেক্ষা ৪ কোটী টাকা অধিক ব্যয় পড়িতেছে। মহারাণী নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত বৎসর ৩৮৫০০০০ গ্রহণ করেন অথচ এত টাকা তাহার ব্যয় পড়ে না কারণ প্রতি বৎসর আমরা দেখিতেছি তাহার টাকা সঞ্চয় হয়। এতদ্ভিন্ন তাহার নিজের সম্পত্তি আছে। এ নিজের সম্পত্তি যে উপায়ে তিনি প্রাপ্ত হন সে বিষয়ও সকলে অবগত আছেন। তাহার নিজের একটী পয়সা ব্যয় পড়ে না, এমন কি তিনি সে দিন একটী স্ত্রীর চারিটী যমজ সন্তান হওয়ায় তাহাদের সাহায্যার্থে যে ৩০ টাকা দান করেন তাহাও তিনি রাজ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার নিজের কি সম্পত্তি আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না কেবল যখন শুনা যায় যে মহারাণীর কুঞ্জবন প্রস্তুত নিমিত্ত প্রজা দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবংকর্ষিত ক্ষেত্র সমুদয় বনে পরিণত হইয়াছে তখনই তাঁহার সম্পত্তির বিষয় আমরা অবগত হই। ফল তাহার নিজের কি পরিমাণে সম্পত্তি আছে সে বিষয় আমাদের অবগত হওয়ার অধিকার আছে। আমাদের আরো বলা উচিত যে তাঁহার রাজ্য কালে ইংলণ্ডে দরিদ্রতার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং নানা বিষয়ে ইংলণ্ড ইউরোপে অপদস্থ হইয়াছে। অতএব এমন অবস্থায় তাঁহার নিজের পরিবার নিজে প্রতিপালন করা উচিত।" ব্রডলো সাহেব পরিশেষে বলেন যে "যদিও এ প্রজা তন্ত্র শাসন সংক্রান্ত সভা নহে, তথাচ এ কথা বলা কর্ত্তব্য যে যদি মহারাণী প্রজাদিগেরসুখ দুঃখের উপর দৃষ্টিপাত না করেন তবে রাজ্য কাজেই প্রজা তন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে।"

এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে ইংরাজ রাজশাসনে প্রজার কতদূর স্বাধীনতা ও অধিকার আছে। ব্রডলো সাহেব আমেরিকায় গমন করিতেছেন। সেখানে গিয়া মহারাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA—THURSDAY, SEPT 11, 1873.

Mr. Nolan, it appears, has been promoted and Sir George has given another proof of his iron nature and obdurate will. Philosophers say that cold and heat, credulity and incredulity, obduracy and pliancy do in the long run mean the same thing. Let us only change our tactics. Let us henceforth applaud to the skies whom we would ruin and *vice versa*.

—:o|o:—

Some of our contemporaries feel a delight in recording the sayings, doings, and movements of our late Legal Member Mr. Stephen, the framer of the Sedition Act and the New Criminal Procedure Code. Let no inhabitant of India mention the name of this friend to liberty who succeeded in befooling the late Lord Mayo by his voluble tongue and enslaving a whole nation, but to thank God, that he has left India to preach his doctrines of liberty, fraternity and equality in England and to humbug the English by whom he will be better appreciated.

We copy the following para from the *Mirror*.

In the Summer Assizes of Western Circuit, England, a case of murder was tried before Mr. Fitzjames Stephen, Q. C., the Commissioner. For the defence, the absence of motive to commit such a crime, and the evidence of the prisoner's attempts on his own life and his strange conduct, were relied on as sufficient to warrant the jury in acqutting him on the ground of insanity. After a minute summing up by the learned Commissioner, the jury returned a verdict of *Guilty* of wilful murder, with a strong recommendation to mercy, on account of his family bereavement and troubles. Mr. Stephen, however, took no notice of their recommendation and passed the sentence of death in due form.

The promotion of Babu Shama Churn Dey will be heard no doubt with pleasure by our countrymen, for Shama Churn Babu is not only a most able and deserving officer but a man who has no enemy in the whole world. When Mahamood Reza Khan was made to supplant Nanda Coomar as Financial Minister, the whole body of Hindoos thought it an invasion upon their exclusive rights respected by the Mahamudan Sovereigns even from the beginning of Moslem conquests. But under the benign English rule, the appointment of a Hindoo to officiate as Deputy Accountant General seems something quite unusual.

—:|:—

Yesterday's *Calcutta Gazette* contains an interesting report on the general administration of Assam. If the reports of the Commissioner and Dy. Commissioners of the district are to be believed, the condition of the indegenous population of Assam appears to be far better than that of the rest of India. "The agriculturists" says the Dy Commissioner of Nowgong "are really wonderfully well off." "Our ryots" declares the Commissioner, 'are much better off and much more independent than any class of ryots in the permanently settled districts.'. Labor is very well paid, food is not dear, and with great abundance of a productive soil, and a sparse population, the Assamese live in comparative comfort, without having to undergo any kind of severe toil. This prosperity is we think mainly due to a comparatively uncivilized state of Assam and the time is not far distant we fear when English civilization will take deep root in the country and level down to the some plane with the rest of India. But of this by and bye. Another reason why the people of Assam are comparatively better off is we thiuk the prevalence of the system of very good indegenous paid agency all over the province. But the principal cause of their prosperity is perhaps owing to a general aversion for litigation. The Assamese as appears from the report are less litigious than most people of India. They generally show a great dislike for the intricate Hindoo, Mahomedan and English laws and decide many disputes amongst themselves. The "salis" system is generally resorted to by the people and it is only when a party thinks that proper justice has not been done him that he has recourse to a court of justice. Mr Carnegy, the sub-divisional officer of Jorehat, writes: "When exercising Moonsiff's powers, I found that nearly all the disputes leading to cases except trademen's suits brought for goods sold had been previously before a "salis" for settlement, and that my Court was in reality used as a Court of appeal from the decision given there by thoss dissatisfied with the justice meted out to them. I generally took the trouble to find out what decision the "salis" had come to, and almost invariably found it to have been one essentially just, though not always legal according to our ideas. This beautiful system of arbitration was at one time in vogue in Bengal and other parts, of India when there was no litigation, no law-suit, but it has departed with the advent of the English. Before the English came, the Hindoos were a simple, and artless people, they knew not what litigiousness meant but with the introduction of the civilized codes and regulations, falsehood and perjury have increased to a fearful degree, the English Courts have developed chicanery and fraud to a frightful extent, and while the conquerors have brought in peace in the land, they have introduced war and heart-burning into families. We are sincerely glad to find that the Lieutenant Governor holds out every encouragement to this system of arbitration. He distinctly states, that "in Assam the Courts will not encourage anything which tends to the obliteration of an indegenous agency and of indegenous customs having the force af law." Would that his Honor's endeavours in this direction in Bengal were crowned with sucess and we could find in Sir George the reviver of our punchyats, village councils and other old Hindoo institution. We are struck with one fact in the report which is being confirmed by the concurrnt testimony of all. The general population of Assam is not increasing. No one could however account for it. One officer attributes it to a large consumption of opium by the people, but this appears imperfect. Certainly there is no reason to suppose that the Assamese have reached that advanced stage of civilization in which prudence deters from marriage and checks population. We hope Sir George will with his characterstic energy institute enquiries on the subject and succeed in finding out the true cause at work.

The following letter signed "A Bengali Baboo B. A." evidently written by an Englishman, caricaturing the educated natives of Bengal, appeared in the *Pioneer*:—

Kindly allow me to make a few observations on the subject of the scandalous proceedings now being taken by Government against my distinguished countryman, Baboo S. N. Banerjee, C.S. The prosecution to which this meritorious officer is exposed is but an expression of the mean jealousy with which Europeans look upon the very superior intellectual capacity of our noble race. But assured of the cordial support of the great Duke of Argyll, we can afford to despise such paltry demonstrations on the part of Indian officials. It has been decided in England that "increased employment is to be given to natives of India," and we may soon hope to out-number and rule over those inferior civilians who, unable to obtain employment in their own country, come out here to rob us of our rights and privileges. In order to place matters on a proper footing, it is necessary that our rulers, when dealing with native officers, should make due allowances for their national characterstics. If Englishmen are stupid enough to believe that it is right to tell the truth at all times, we, on the other hand have been taught that the truth should only be told when favorable to ourselves; but when otherwise, we are bound, in self-defence, to resort to what we style *clever inventions*, which, however, vulgar Englishmen call *infernal lies*. If our distinguished countryman "falsified" his returns, he could only have done so to save the over-worked High Court the great trouble of a correspondence on the subject of the trumpery case in question; and his considerate forethought certainly entitles him to praise instead of blame, and I cannot conceive the possibility of an intelligent committee coming to any other conclusion. If stupid Englishmen like to tell the truth, under all circumstances, they cannot expect more enlightened to do so to their own injury, and should therefore allow them every latitude in this respect. The Government might, with equal reason, call upon us to remain at our posts and even to fight, as some foolish English civilian have done, in the event of insurrection or other disturbance; but we should consider this absurd. As very valuable officers of Government, we should have a right to protection by the troops or police, and if such protection were not afforded us, we should withdraw from the scene of danger. It is not the duty of intellectual Baboos, whose education has cost them so much to expose themselves to the chances of destruction like common European soldiers. We should rather reserve ourselves for the future benefit of a Government which could ill spare our services. If *truth courage* are considered qualifications in Europeans, well and good; but, as we value *skilful invention* and *wise discretion* more than those qualities, it would be the height of injustice to sacrifice us, on this account, to the vulgar prejudices of the ruling race. As natives are, in future, to administer the affairs of India, their national virtues must not be interfered with, or treated as vices, because they do not happen to be consistent with European ideas. It is only by judicious tolerance and due appreciation of our eminent qualities on the part of European civilians that good feeling can be maintained in the service bnsiness facilitated, and quarrels avoided. In conclusion, I trust that the Government officials in India will come to their senses in good time, and not lay themselves open to stern rebuke by the Secretary of State for their base persecution of intellectual native gentlemen, and I feel assured that Baboo S.N. Banerjee will be honorably promoted as some compensation to his for the annoyance to which he has been temporarily subjected.

The above letter clearly shows that the grief which Babu Surendra Nath has come to has thrown a certain class of Anglo-Indians into a savage triumph. It also shows the mean spirit and petty jealousy which characterize a portion of our conquerors who look down upon us with contempt because we struggle to improve. It is but a boor who can exult at the misfortune of others especially when it has created a deep sympathy for the condemned amongst a whole nation. Yes, the Duke of Argyll directed that the natives should be more largely employed because the noble Duke was ashamed that England should act towards India as a simple robber and dacoit. These low-minded Europeans should consider that this country is ours and not theirs and whenever they deprive us of our inherent rights they act the part of thieves and robbers. We may be very great liars but it does not look very well for a nation who began their reign with forgery, perjury, treachery and ingratitude to fall foul of us because we have lost every vestige of political power—a power which we of our own accord made over to them at one time. These vulgar Europeans entertain a very bad opinion of us but we can assure them that they cannot entertain as low opinion of us as we do of them. Happily such

men have no influence with the British Government, or India would have been by this time de populated and ruined.

—|০|—

THE REPRESENTATIVE RYOT—Every man has his hobbies and we do not blame Sir George if he has a good many. But we can hardly tolerate those hobbies when they are calculated to affect the general interests of the country. His Honor lately expressed wish for "a repres entative ryot" and it is one of many instances how His Honor is led on by doctrines. Our society is composed of three classes of people,—the aristocracy, gentry and the ryot. The first forms only an infinitesimal portion of the vast population of Bengal. Possessed of wealth, rank, and position, they exercise a great influence in society and shall do so as long as wealth and rank shall carry influence with them. They cannot however properly represent the myriads of the people of Bengal as the charges brought against them as a class are unfortunately too true in many instances. The opinion prevails and we cannot gainsay it that as a rule, while eagerly grasping and inflated with the power of rank and wealth, they are culpably neglectful of the duties and obligations which the possession of property imposes. With many bright exceptions, the majority are sunk in sensuality and sloth, mindful of their ease and comfort, and indifferent to the interests of those dependent on them. The masses compose the ryotery class, but plunged in deep ignorance, unconscious of their own powers and unable to exercise them, wanting in the means whereby they can make themselves heard to Government, it is next to impossible that a representative man can be found amongst them. The gentry class is the most important of all, but unfortunately the existence of such a class is not even so much as acknowledged by Government. They have in fact no legal existence in Bengal. Amongst all civilized countries, the gentry or the middle class carries the greatest influence in all matters and so it is in Bengal. But Government as we said purposely ignores the existence of this class and we only hear of them now and then when an English paper has to abuse the Bengallee Babu. Before the advent of the English, they held all the important posts of Government. The Mahomedan sovereigns largely employed them and they were also patronized by semi-independent chiefs and rajahs. They had also rent free lands which secured them a competence. But the English Government has overturned the ancient order of things. The wretchedness of this class cannot be described. The Ghoses and Mokherjees who once controlled the finance of the country are now the components of the kerarnidom of the English Government. There are a few who have been blessed with deputy Magistrateships or such posts but strange to say they seem to have no sympathy with their own class. They appear to be blind to the fact that while ryots are fast improving, their own class is rapidly declining and the time is not distant when their brothers and cousins, uncles and relatives will be converted into so many tillers of ground and hewers of wood. Again the middle class are an eyesore to the zemindars, for this class exterminated, they will have the ryots to themselves. The ryots on the other hand are striving hard to supplant them of their position, and thus Government, zemindar, ryot and the middle class man himself are most strenuously doing all they can to put down the gentry—a class of people who are truely the pith and marrow of the society. Deprive the Hindoo society of its gentry and you deprive it of its life. Those foolish people who have been taught by a politic Government to know none but ryots, who would shed abundance of tears to hear of a ryot toiling in the field though with a contented heart from morning to evening and would by main force hoist him to the dignity of a smatterer of a few wretched Bengallee books, might have done a great deal for their country if they had directed their well-meant efforts towards the improvement of the condition of the middle class men. The ryots are rising and the gentry are falling, and if any body deserves pity it is the latter. They are the typical Bengalees and with their fall, the typical Bengalees vanish away. Thus if the Government really seeks the welfare of the country, it will not find a better way than by serving the gentry of our society. Sir George Campbell's "representative ryot' must be in fact sought out of the middle class men. Indeed we may soon expect to hear that some one of that small but zealous band of District Officers who are governing more actively in the full sunshine of the Lieutenant Governor's approval, and vitalizing the administration of their districts with vengeance, has run down and captured, after a hard chase, a "representative ryot" while the District Superintendent of police is tearing across the country after a fugitive but "respectable" fakir. But notwithstanding his attempts to elevate him to a higher sphere, the whole thing will prove furtile and unproductive of any good. Who is then the the representative ryot? It is the middle class man. If not, whom does the middle man represent? Not the Zemindars certainly. The higher ryot is the representative ryot and the higher ryot is the middleman. No sooner a ryot improves in condition than he becomes a middle man. But this middleman is no other than the Bengalee Babu, whom Sir George cannot tolerate and the whole race of Anglo-Indians hate with the deadliest hatred. A ryot is tolerable, a zemindar bad, but a middleman, that is to say, a Bengali Babu, he is out of the question, he must represent no body. If Sir George really wish to teach the people self-government, let him see that the influence the middle class men undoubtedly possess won over to the side of the governing power and to the aid and assistance of the authorities. Let them be largely appointed as Honorary Magistrates and Municipal Commissioners and they will satisfy the most distant hope of His Honor. One of the most common complaints now a days is the want of sympathy between the rulers and the ruled. This want of sympathy will continue to exist as long as Government ignores the natural leaders of the society and make no effort to incorporate them with the governing body.

—|০|—

THE INGRATITUDE OF ENGLAND—Her Majesy's prorogation speech is as usual remarkable for absence of any allusion to India. Bright in times of yore, and Fawcett, Wingsfield, &c and other interlopers might cry and speechify, but the responsible rulers of the whole British Empire have it seems quite forgotten the existence of such a poor country as India. Her Majesty is quite content with leaving the affairs of a vast continent to a Secretary who spends most of his time after his own affairs. How many of the packets of the Despatches from India remain unopened upon the table of the India House magnates! Petitions prepared with sanguine hopes by an oppressed nation have been sent across the ocean with the prayer of millions of hearts for their success. Redresses have been expected from such petitions, how wistfully expected, by a vast myriad of dependent and confiding human beings: have such petitions been opened in England? Only last year, petitions from all parts of the country were sent to the ruling powers praying protection from certain sections of the Criminal Procedure Code; were these petitions opened and read? Her Majesty's advisers are quite unconscious of the existence of a country in Asia called India. The thing is there is not in the whole world a more ungrateful nation than the English. There is not a country in the whole world to which England is so much indebted as to India. There is not a country in the whole world to which England is so indifferent, and we are obliged to say, so unjust as to India. Upon Jamaica, Canada, and other colonies she smiles benignly, but to India alone she owes her present greatness. The possession of Australia and the Islands of Indian Archipelago, her influence upon China, Burmah, Persia, in short, upon all the great countries of Asia, upon the entire western coast of the African continent, her supremacy in the Mediterranean she owes to India alone. To India she owes her separation from America which though felt a loss at the time has proved of such immense advantage to her. When Disrieli said that England is more an Asiatic than a European power, he admitted the obligation of England to India, and the indissoluble relation that exists between the two countries, but Her Majesty's advisers are always forgetful of the same. Deprive England of India and you deprive her of the colonies of which she is so strong; deprive England of India and you take away from her the art manufactures fond commerce of which she is the emporium of the whole world; deprive England of India and you snatch away from her her navy which spreads such an alarm amongst the greatest powers of Europe; deprive England of India and she loses an exhaustible source of wealth and she sinks into an insignificant power both in Europe and Asia; in short deprive England of India and yoy stab at the most vital part of England's progress, power, civilization and enlightenment. India is England's field of social and legal experiment. It is here that she experiments upon institutions, laws, regulations and human lives. Could the English people bear the vagaries of a Maine or a Stephen? If any good results from these experiments, England immediately takes advantage of it, but if the experiment fails, it is the Indian who suffers. India is a field of enterprize for the English people. The great achievements and exploits which have rendered the English name celebrated throughout the universe would have been never known had not India been a part of the British Empire. What raised England more in the estimation of the European powers than the battles of Waterloo and Sebastipool.? But could they ever think of achieving such victories if they were deprived of the help of a Wellington or a Napier? And it was India who farmed these great warriors. It was in the froests and mountains of India, in the hills and plains of this vast Eastern Peninsula that these men trained themselves in the art of war and with the experience they obtained here that they afterwards won immortal glory for England. Even the other day's little Abyssinian war was not undertaken without a commander of Indian experience. India again is *the* milch cow of England. What country could be milked so abundantly and with such impunity? England has been milking her to the last drop and she has not a word of complaint. No English minister would dare to make exatiens of this order upon the feeblest of her colonies. Even for her charity hospitality and philanthropy England must look to India. The Sultan of Turkey was to be entertained and India must pay the cost. The philanthropic undertaking in connection with the abolition of slave trade is to be set on foot and India must contribute her mite to it. The Abyssinian war was undertaken for the aggrandizement of England's pest igeand India was compelled to bear a share of the cost of the war. Every outlay of the Home Govt. that could be connected with the name of Indi a is cast upon her. And how patiently, ungrudgingly and loyally she submits to her fate. India isa receptacle of the dregs of English society. All those homeless English wretches who have no a house to shelter them or means to nourish them with simple bread are imported annually by thousands to feed upon the vitals of India. What would have been the fate of England's children had India refused admittance to them? India in fact is the mainspring of England's glory, prosperity and wealth. The jewels which adorn the diadem of Queen Victoria is India's gift and the wealth in which England abounds is mostly drawn from the life-blood of India. Yet for all these manifold obligations, the English nation has not a word of sympathy for her. Her Majesty the Queen has peculiar debts to discharge towards India. The Empress of India has never spoken a word for her childern but they never have failed in their duty to her. They joy with her joys and sorrow with her sorrows. There was mourning all over the land when cruel death snatched away from her breast her dearest husband. It was a day of jubilee when her son the Duke of Edinburgh graced India with his presence and the whole continent of India was illuminated from one end to the other. The gloom which was spread throughout the country on the occasion of the illness of the Prince of Wales was succeeded by an equal amount of joy when the news of his complete recovery reached the shores of India In short, the Queen is loved as a mother and respected as such, and does not the Queen owe something to her people in return?

বিবিধ।

NATIVE WITNESSES BEFORE THE FINANCE COMMITTEE

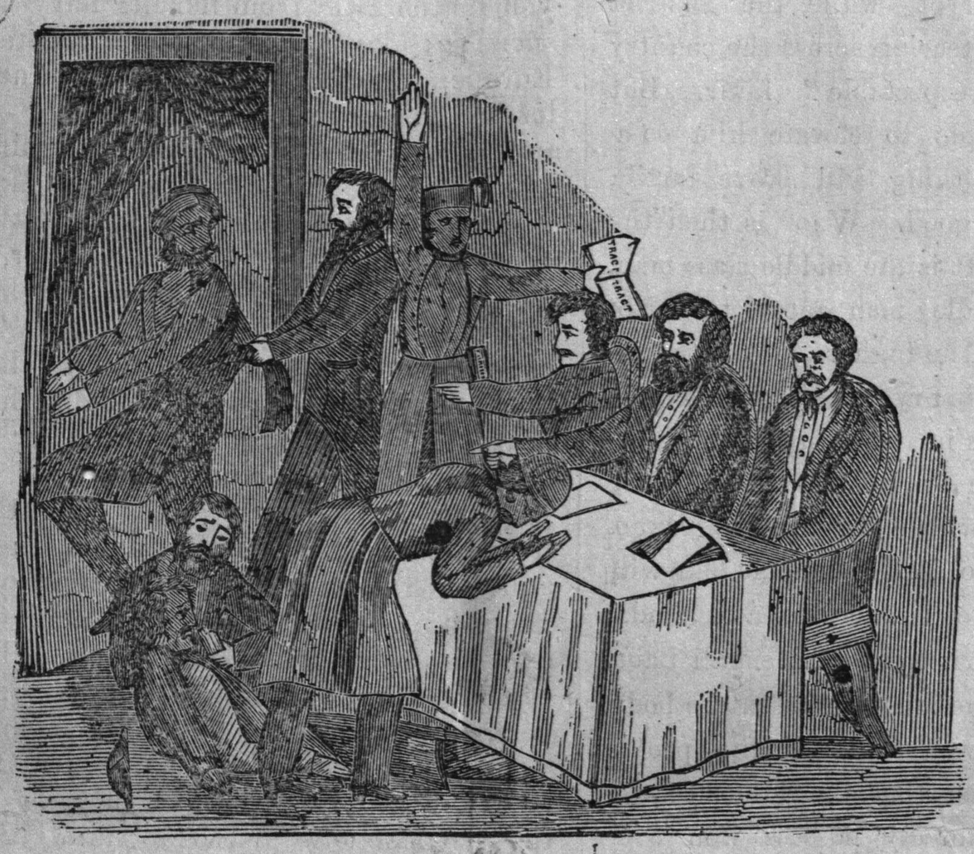

Come, quick, Heavenly Muse, inspire me with my song,
I shall sing the deeds of those who fought with the tongue;
How when all fled, five valiant children of Bengal
Fought for their kin in the Finance Committee Hall.
Powder they hated, its odour gave them a fit,
But who dares fight with Bengal with her tongues so neat?
But alas! at the last hour one bolted away,
His tongue was in good order, his fears led him 'stray.
The rest held bravely and firmly enter'd the ship,
Studied finance intently, and forgot to sleep.
The multiplication table they got by heart,
Stewart's Geography, also Johnston's Indian Chart;
They could tell you where Beneras was or Behar,
They could tell how many chittaks were in a seer.
One of the heroes, a Mahamudan by lot,
What he studied all night, in the morning forgot.
In his distress, his magnificient beards he tore,
Resolv'd to fly privately from the field before.
But as by a bye-door he attempted to fly,
One of the dreadful members did him by chance 'spy;
He ran, but was caught before he could leave the room,
Cri'd piteously for mercy and cur'sd his doom.
He invoked his wife to save him from instant death,
He invok'd the pygambars, prescrib'd in his Faith.
His brother stepp'd salaaming, the members stared;
The more they star'd, the more profoundly he salaamed;
Salaam was his anwer to every question put,
"What is your name?' 'salaam sir', and his mouth was shut.
The boldest of the batch our missionary friend,
Stood before the members with the tracts in his hand;
But confused with the sight he forgot his set speech,
Forgot that he was a witness and began to preach.
The Hindoo so bold before now saw oil seed flower,
His heart fail'd him and he sank lower and lower;
Till at last while he tried to escape thro the door,
His legs trembled and he fell prostrate on the floor.

—ঃঃ—

সংবাদ।

—সম্প্রতি মান্দ্রাজে একটী বিধবা বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। কন্যার বয়ক্রম ১৩ এবং বরের বয়ক্রম ২৩ বৎসর। মান্দ্রাজে এই প্রথম বিধবা বিবাহের উদ্যোগ।

—বোম্বাইর দাদা ভাই নরজির উদ্যোগে ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এসোশিয়েসন সভা সংস্থাপিত হয়। ইহার উদ্যোগে আয় ব্যয় সভা এদেশীয় দিগের সাক্ষী গ্রহণে সম্মত হন। সম্প্রতি নরজি এই সভাতে প্রস্তাব করিয়াছেন যে সভ্যরা প্রথম, আয় ব্যয় সভার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। কারণ আয় ব্যয় সভার দ্বারা সুচারু পূর্ব্বক কাজ চলিতেছেনা। দ্বিতীয় দেশীয় গণ যাহাতে রাজ্যে কাজ কর্ম্ম পান তদ্বিষয়ে যত্ন। তৃতীয় পার্লিয়েমেণ্টে যাহাতে ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে মনোযোগী হন তদ্বিষয়ে তদ্বির করা।

—ডাক্তার বেণ্ডাইক কার্টোর নামক এক জন চিকিৎসক কুষ্ট রোগের ঔষধ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাইতে এ বিষয়ে অনেক যত্ন করিতেছেন।

—আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আগামী শনিবার হিন্দু ন্যাসন্যাল থিয়েটরের অভিনেত্রীগণ চুচড়ার বারিকের হলে 'মোহন্ত" নাটক অভিনয় করিবেন। অভিনয় দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা নবীনের উপকারার্থে প্রদত্ত হইবে।

—ঢাকায় উচ্চতম হারে রোডসেস নির্দ্ধারিত হওয়ায় ঢাকা প্রকাশ উত্তর করিয়াছেন "ঢাকার অপরাধ কি? যে অপরাধে এদেশের অনেকে ইনকম ট্যাসের সপক্ষতা করেন, যে অপরাধে কেহ২ নূতন ফৌজদারি আইনের স্বপক্ষ, যে অপরাধে অনেকে এদেশের করসম্বন্ধীয় আইনের স্বপক্ষতা করেন, সেই অপরাধে ঢাকার যুবকেরা রোড সেসের সপক্ষতা করেন এবং সেই নিমিত্ত ঢাকার এই দুর্দ্দশা।"

—একখানি বিলাতি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় বাঙ্গলার বাবু প্রসন্নকুমার রায়, বোম্বাইয়ের মাহামুদ হাকিম এবং ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পুত্র পুরস্কার পাইয়াছেন।

—ফ্রান্সে মার্শেল ম্যাকমোহন এক্ষণ প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। ইনি সম্রাট লুইনেপলিয়ানের পক্ষীয় লোক। ইহাতে অনেকে বলিতছেন যে হয়ত আবার নেপলিয়ানের বংশ রাজসিংহাসন আরোহণ করিবেন। সম্রাট নেপলিয়ানের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার পিতার রাজ্যের সময় একজন সেনা পতি ছিলেন। তিনি সম্প্রতি আপন কর্ম্ম প্রার্থনা করিয়া মেক মোহনের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন।

—আমরা সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটী স্ত্রী পরিত্যাগের বিষয় প্রকাশ করিয়াছি। এখানে একজন স্ত্রী তাহার স্বামী পরিত্যাগের দরখাস্ত করিয়াছে তদ্বিষয় প্রকাশিত হইল। এটী আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রীটী দরখাস্তে লিখে যে ১৮৬৩৯ অব্দে তাহাদের বিবাহ হয়। একবৎসর মাত্র তিনি তাহার স্বামীর সঙ্গে বাস করেন, তাহার পর তাহার স্বামী তাহাকে দূরে একস্থানে রাখিয়া আইসেন। সেখানে তাহার সামান্য মুজুরের ন্যায় ক্ষেত্রে কাজ কর্ম্ম করিয়া কষ্টে দিন পাত করিতে হইত। তাহার স্বামী তাহাকে কখন কখন দেখিতে যাইতেন কিন্তু একঘণ্টার অধিক সেখানে থাকিতেন না। স্বামী তাহাকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতেন এবং তিনি পরিশ্রম করিয়া ক্ষেত্রে যাহা উৎপন্ন করিত তাহা আবার স্বামী লইতে আসিতেন। তিনি স্বামীর নিকট অনেক বার সাহায্যের নিমিত্ত লিখেন। স্ত্রীটী ভারি দুর্ব্বল এবং অসুস্থতার নিমিত্ত চিকিৎসা হইতেছেন এবং তাহার আসবাব পোষাক বিক্রয় করিয়া ভরণ পোষণ করিতে হইয়াছে। তাহার স্বামীর ১০ লক্ষ টাকা মাসিক আয় তাহার অর্দ্ধেক তাহার সন্তানাদি ভরণ পোষণের নিমিত্ত দেওয়ার এবং তিনি তাহার স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারেন এই রূপ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত তিনি দরখাস্ত করিয়াছেন। এই আদর্শ স্বামীর এইটী দিয়া ১৭টী বিবাহ এবং সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

—ঢাকার বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের একটী কন্যার বিবাহ নূতন সিবিল ম্যারেজ আক্ট অনুসারে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। কন্যার বয়ক্রম ১৬ বৎসর।

—পূজার বন্দের সময় জষ্টিস মাকফারাসন এবং জষ্টিস মরিস হাইকোর্টের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

—আমরা ইংলিশম্যান পাঠে অবগত হইলাম যে, যে জাহাজে আমাদের দুইজন বাঙ্গালি যুবা বাবু ঋষীবর মুখোপাধ্যায় এবং বাবু নন্দলাল হলদার বিলাতে যাত্রা করেন উহা বানচালি হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে কোন প্রাণী নষ্ট হয় নাই।

—বোম্বাই হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস আদেশ করিয়াছেন যে বিশ্বনাথ বরুনধর নামক একজন উকিল পরীক্ষা দিতে পারিলে বারিষ্টার হইতে পারিবেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব চিফ জষ্টিস একবার কলিকাতা হাইকোর্টের জন কয়েক উকিলকে বারিষ্টারের ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব করেন।

—সম্প্রতি মিলন নগরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটী ধুম কেতু দেখা গিয়াছিল।

—রুসিয় গণ একখানি গোলাকৃত জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানি রণ তরী। পূর্ব্বে রণ তরি চালনা করিয়া শত্রুসঙ্গে যুদ্ধ করিতে যে ব্যাঘাত উপস্থিত হইত ইহাতে তাহা সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়াছে। জাহাজ গোলাকার অথচ অতি দ্রুত বেগে চলে। ইহা অন্যান্য জাহাজ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কোন অংশে ন্যূন নহে। এই সর্ব্ব প্রথম গোলাকৃত জাহাজের সৃষ্টি হইল।

—আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বাবু নীল কোমল মুখোপাধ্যায় মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার একজন অতি মান্য ব্যক্তি এবং সদাশয়, ভদ্রতা, পরোপকারিতার নিমিত্ত ইনি বিখ্যাত ছিলেন।

—ইংলিশম্যান বলেন যে লর্ড নর্থ ব্রুকের সঙ্গে এবং সৈন্যাধক্ষ লর্ড নেপীয়ারের অনৈক্য যাইতেছে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে লেফটেনেণ্ট গবরণর শীঘ্র হাজারিবাগে গমন করিয়া তথায় এক মাস অবস্থিতি করিবেন।

—মান্দ্রাজে এদেশে কিরূপে আহারীয় দ্রব্য বৃদ্ধি করা যায় এই বিষয় সম্বন্ধে একজন ভেকের মাংস ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন মান্দ্রাজের কোন কোন স্থানের ছোটলোকে ব্যাঙ্গের মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানে তিন জাতীয় বেঙ্গ আহারার্থে ব্যবহার হয় তাহার মধ্যে হলিদা ব্যাঙ্গ অতিশয় উপাদেয়। আমাদের দেশে ভেকের মাংস ঔষধার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে এবং চিকিৎসকদিগের মতে মাংস অতিশয় শীতল।

—কল্ক নামক একটী স্থানে কোন হিন্দুদেবীর সম্মুখে নরবলি হয়। যে বলিদান করে তাহার ফাঁশির হুকুম হইয়াছে।

—পঞ্জাবে একজন গণক উপস্থিত হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস যে সে ছেলে ধরা এবং কোন দিক হইতে কি গতিকে ছেলে চুরি করে তাহা কাহার অবগত হইবার ও সাধ্য নাই। পঞ্জাবের লোকেরা ইহার নিমিত্ত অত্যন্ত ভীত হইয়াছে এবং সকলে আপন আপন সন্তান সন্ততি স্থানান্তরিত করিতেছে।

—কাবুলের আমীর যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ও অর্থ সাহায্যের নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেলের নিকট লোক পাঠান কিন্তু গবর্ণর আমিরকে কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

—ফসেট সাহেব পার্লিয়েমেণ্ট বক্তৃতা করিবার সময় বলেন যে ইনকমট্যাক্সের কাগজপত্র দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ অপেক্ষা ৫৬ গুণ ধনী।

—আদম আণ্টোনি নামক একজন মান্দ্রাজী একখানি দশটাকার নোট পথে কুড়াইয়া পায়। কাহার নোট সে তাহার তল্লাশ লয় কিন্তু কেহ উহার দাবিকারক না হওয়ায় সে উহা ভাঙ্গাইয়া দুই টাকা দিয়া মদ ক্রয় করে এবং মদপানে উন্মত্ত অবস্থায় তাহার নিকট হইতে অপর একজনে অবশিষ্ট টাকা অপহরণ করিয়া লয়। মান্দ্রাজী ইহা টের পাইয়া তাহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভের উদয়হয় এবং ছুরি দ্বারা আপনার গলা কাটিয়া প্রাণত্যাগ করা সাব্যস্ত করে। ছুরিদ্বারা গলা কাটিতেছে ইতিমধ্যে উহা একটী স্ত্রীলোকে দেখে। সে বিস্তর কাটিতে পারিয়াছিল না। ডাক্তার খানায় চিকিৎসা হইতেছে এবং সম্ভবতঃ আরোগ্য হইবে।

—একটী মেম পামলিবস নামক একখানি ইংরাজি সামায়িক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের জনকয়েক উন্নত বাঙ্গালিরা এই খানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উক্ত পত্রের সম্পাদককে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ৫০০ শত গ্রাহক হইলে তিনি এই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন। স্ত্রীলোকদিগের পাঠের নিমিত্ত আমাদের আপাততঃ যে কয়েকখানি পত্রিকা আছে তাহাতে সম্ভবতঃ উন্নতশীলা মহিলাগণের তৃপ্তি জন্মে না।

—জন ওয়াইজ নামক একজন আমিরিকাবাসী ব্যোমযানে সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক ৬০ ঘণ্টার মধ্যে ইংলণ্ড ঐর্লাণ্ড প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। আমিরিকার একজন সম্পাদক এই বেলুন প্রস্তুত করিবার কণ্ট্রাক্ট গ্রহণ করিরাছেন ইহাতে ২০ সহস্র টাকা ব্যয় পড়িবে। বর্ত্তমান ইংরাজি মাসের ২০ তারিখে বেলন উড়িবে কথা আছে।

—জাপান ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাংশে আমিরিকা হইয়া উঠিল। সম্প্রতি সেখানে জাপান ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজি ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব হইতেছে।

—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে জন ব্রাইট সাহেব আবার পার্লিয়েমেণ্টে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি আমাদের ভারতবর্ষের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, এবং তিনি পার্লিয়েমেণ্টে গমন করিলে আমরা বিশেষ মঙ্গলের প্রত্যাশা করি।

—মৎস্য আহার করিলে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় এই বিষয় ইতিপূর্ব্বে আমিরিকার একজন ডাক্তার সপ্রমাণ করেন। সম্প্রতি আবার এই বিষয় সাব্যস্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের কোন স্থানে একটী স্ত্রীলোকের বানরাকার একটী পুত্র সন্তান হইয়া জীবিত থাকে। তাহার বয়স এক্ষণ১২ বৎসর হইয়াছে। বালকটী মাথায় উচ্চ দেড় হাত,মস্তকটী অবিকল বানরের ন্যায় এবং কপাল পরিসর ও অনুন্নত। হস্ত দুখানি অস্বাভাবিক লম্বা ও পাতলা। হাতের ও পায়ের পাতা ঠিক মনুষ্যের ন্যায়। বানরের ন্যায় হাটিয়া বেড়ায়। এই অদ্ভুত প্রাণীটী রাগ করিলে একটী বলের আকার ধারণ করিয়া গড়াইয়া বেড়ায়। গা কামড়ায় ও চুল ছিঁড়ে কিন্তু প্রায় রাগ করেনা ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মাতার সঙ্গে সঙ্কেতে কথা বার্ত্তা বলে এবং মাতা তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করে। বানরের ন্যায় ফল আহার করে। এবং টাকা দিলে দূর করিয়া নিক্ষেপ করে। মনুষ্যের নিকট প্রায় যায়না এবং মানুষ নিকট আসিলে মাতার কোলে পলায়ন করে। উলাতে অনেক দিন হইল এই রূপ একটী বানারাকার পুত্র জন্মে।

—ইহারড্‌ট নামক এক জন সাহেব নিচের বিষয় টী আসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠ করেন। ইনি সেকেন্দ্রা অনাথ নিবাসের অধ্যক্ষ। সাহেব বলেন যে অনাথ নিবাসে দুইটী বালক আছে। ইহাদিগকে বাঘের গর্ত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার একটীকে একজন হিন্দু শিকার করিতে গিয়া গর্ত্তে প্রাপ্ত হয়। বালকটী মনুষ্য দেখিয়া গর্ত্তের মধ্যে পলায়ন করে। গর্ত্তের মধ্যে আগুণ দেওয়ায় সে উহা হইতে বহির্গত হয়। এটি অবিকল বন্য পশুর ন্যায় ছিল, কুক্কুরের ন্যায় জলপান করিত, এবং আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঁচা মাংস ও অস্তি ভাল বাসিত। সে অন্যান্য বালকের সঙ্গে কোন ক্রমে থাকিত না। কিন্তু অন্ধকারে কোণে লুকাইয়া থাকিত। সে কাপড় পরিধান করিত না। বস্ত্রদিলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিত। অনাথ নিবাসে আসিয়া উহার জ্বর হয় এবং শেষে অনাহারে মরিয়া যায়। আর একটী বালকের বোধ হয় যখন তাহাব বয়স ১৩। ১৪ বৎসর তখন ব্যাঘ্রের গর্ত্তে তাহাকে পাওয়া যায়। সে আজ প্রায় ৬ বৎসর অনাথ নিবাসে অবস্থিতি করিতেছে। সে এখন শব্দ করিতে শিখিয়াছে কিন্তু অদ্যাপি কথা বলিতে শিক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু সে এক্ষণ ক্রোধ কি আনন্দ অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে, কাজ কর্ম্ম কখন কখন একটু একটু করে কিন্তু আহার করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসে। সে আহারের বিষয়ে কতক উন্নতি করিয়াছে। এক্ষণ কাঁচা মাংস অপেক্ষা রন্ধন করা মাংস অধিক ভাল বাসে কিন্তু অস্তি পাইলে তাহা দন্তে ঘর্ষণ করে। তিনি আর একটী মনুষ্যের বিষয় বলেন। একটী লক্ষ্ণৌ পাগলা গারদে আছে। এটিও ব্যাঘ্রের গর্ত্তে পাওয়া যায়।

আমিরিকার স্ত্রীরা ক্রমে পুরুষ হইয়া উঠিলেন ইহারা অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় গৃহকর্ম্মে সন্তুষ্ট হইতেছেননা। তাঁহারা চাকুরি ও ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। আবার অনেক স্ত্রীর পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন। সম্প্রতি একটী স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হন। পোলিষ তাহাকে পাকড়া করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করে। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িয়া দেন। এ স্ত্রীটির নাম ডাক্তার মেরী ওয়াকয় এবং তিনি একটী ট্রেজরি ক্লার্কের পদে নিযুক্ত আছেন। বার্ষিক বেতন ১৮০৩ শত টাকা।

—খিবা দখল করিতে রুসিয় গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় পড়িয়া ছিল তাহা খিবার রাজা প্রদান করিয়াছেন।

—ইংলণ্ডে ডেলি টেলিগ্রাফের গ্রাহক সংখ্যা ১৭০০০০ ষ্ট্রাণ্ডারের সংখ্যা ১৪০০০0, ডেলি নিউসের সংখ্যা ৯০০০০, ইকোর সংখ্যা ৮০০০০ এবং টাইমেসের গ্রাহক সংখ্যা ৭০০০০ হাজার। লণ্ডনে প্রতিদিন ৩৬৯০০০ খণ্ড পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদক দিগের এগুলি শুনিলে কতক আশ হয়।

—ব্রিষ্টল ডাক্তার খানায় ডাক্তার ইলি ঝাওকার নামক একজন স্ত্রী চিকিৎসক সবএসিষ্টণ্ট সরজন পদে নিযুক্ত হওয়া সেখানে যে সমুদায় পুরুষ ডাক্তার ছিলেন তাহারা পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—গত আগষ্ট মাসে বাবু কৃষ্ণগোপাল সরকার, বাবু বিহারিলাল বসু, এম, কে, বড়ুয়া অবিনাস চন্দ্র বড়ুয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতে গমন করিয়াছেন।

—বাবু চারুচন্দ্র দত্ত, বাবু বিপিনবেহারি মুখোপাধ্যায় বাবু রাজকৃষ্ণ সেন এবং আলফ্রেড নন্দী এই কয়েক ব্যক্তি বারিষ্টার শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

প্রেরিত।

যমালয়ে রাজদরবার।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সাল।

জ্যৈষ্ঠের দারুণ গ্রীষ্ম জন্য যমরাজ প্রাতে কাছারির আদেশ দিয়াছিলেন। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে বিচার স্থল অর্থী প্রত্যর্থী আমলা চাকর নফর প্রহরী এবং অন্যান্য লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজের আসনের দক্ষিণ দিগে প্রধান কর্ম্মচারী চিত্রগুপ্ত। গুপ্ত মহাশয় বৃদ্ধ, চখে চসমা এবং সম্মুখ কাগজ পত্র। বিচার স্থল নিস্তব্ধ কেবল মধ্যে ২ কোলাহল নিবারণকারী প্রহরির চিপ্‌ ২ শব্দ শ্রুত হইতেছে। যমালয়ের বিকট শব্দকরী ঘণ্টায় সাত ঘা বাজিলে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারী প্রাণিগণের পাপ পুণ্যের বিচারক ধর্ম্মরাজ বিচার স্থলে প্রবেশ করিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল এবং ঘোর গভীর নিঃশব্দতা সভাস্থলে বিরাজ করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ আসন পরিগ্রহ করিয়া "অদ্যকার কাজ কি?" প্রধান কর্ম্ম সচিব চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গুপ্ত মহাশয় "এলোকেশীকে" লইয়া আইস বলিয়া প্রহরীদিগকে আদেশ দিয়া এলোকেশীর বিচার সংক্রান্ত কাগজপত্র একমনে দেখিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে "এলোকেশী" ধর্ম্মরাজ সম্মুখে আনীত হইল। এলোকেশী ষোড়শী, দেহখানি যেন শ্বেত প্রস্তর গঠিত এবং মুখখানি প্রফুল্ল পদ্ম তুল্য। গলদেশ অর্দ্ধ ছিন্ন হেতু মুখ পদ্মটী হেলায়ে পড়েছে এবং দেহ নিঃসৃত রক্ত কণা লাগিয়া সরক্ত চন্দন পদ্মের শোভা ধরিয়াছে। এলোকেশী ধর্ম্মরাজ সম্মুখে আনীত হইলে, চিত্রগুপ্ত বলিলেন রাজন্‌ ইনি তারকেশ্বরের নিকট কুমরোল নিবাসী নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। জ্যোৎশম্ভু নিবাসী মহান্ত মাধব গিরির সহিত ইহার প্রসক্তি হওয়ায় ইনি স্বীয় স্বামী নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গত কল্য রাত্রিকালে নিহত হন। স্বামী হস্তে বটী দ্বারা যে সকল আঘাত প্রাপ্ত হন এবং যাহাতে ইঁহার প্রাণ বাহির হয় তাহার চিহ্ন গলদেশে লক্ষিত হইতেছে। গুপ্ত মহাশয় এই রূপ অন্যান্য কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে, ধর্ম্ম রাজ সুন্দরীর প্রতি একবার চাহিয়া "তোমার কিছু বলিবার আছে কিনা" বলিলেন। রমণী উত্তর কিছুকরিলেন না, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, বৃষ্টি শেষে শতদল হইতে যেন ধীরে ধীরে বৃষ্টি জল পতিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ সুন্দরীর ভাব দেখিয়া আর কিছু বলিলেন না। চিত্রগুপ্তের নিকট হইতে কাগজ

পত্র লইয়া নিবিষ্ট মনে দেখিতে লাগিলেন এবং বহুক্ষণ পরে এইভাবে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

"এলোকেশী অল্প বয়স্কা, স্বেচ্ছায় কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। নরাধম পিতার প্রবর্ত্তনায় এবং পঞ্চজনার প্রলোভন প্রদর্শনে স্বীয় অল্প বুদ্ধি হেতু ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিল। স্বামীর প্রতি অনুরাগ শূন্যা ছিল না। স্বামী সমক্ষে স্বদোষ স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ের লক্ষণ দেখাইয়া ছিল এবং অনুতাপিনীর কার্য্য করিয়াছিল। মহান্তের প্রতি প্রকৃত অনুরাগিনী হইলে স্বামী কর্ত্তৃক হত হইবার পূর্ব্ব দিন স্বামী হস্তে প্রহার খাইয়া অনায়াসে মহান্তের নিকট পলায়ন এবং তাহার স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অধিকন্তু ইহার স্বামী গলদেশে বঁটী মারিয়া বঁটী দ্বারা গলদেশ পেঁচাইয়া ২ কাটিয়াছিল তজ্জন্য এলোকেশী যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে। অল্প বুদ্ধি অন্য কর্ত্তৃক কুকার্য্যে প্রেরিত বালিকার পক্ষে ইহা যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।" ধর্ম্মরাজ এইরূপ বলিয়া জনেক দূতকে আদেশ করিলেন, "যে প্রদেশে সাধ্বীকুল অবস্থিতি করেন তথায় এই রমণীকে লইয়া যাও। সাধ্বী কুলের দাসী কার্য্যে আপাততঃ ইহাকে নিযুক্ত করিয়া রাখ, পরে যাহা হয় দেখা যাইবে"। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তে সুন্দরীকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য দূত তাঁহার দিগে অগ্রসর হইল।

রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া এলোকেশী বলিল "রাজন্ আমি এতাদৃশ কোমল দণ্ডের যোগ্য নই, আমি ঘোর অপরাধী আমার উপর কঠিন দণ্ড বিধান করুন" বলিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ধর্ম্মরাজ বলিলেন "আমার আদেশ অপরিবর্ত্তনীয়, দূত ইহাকে যথা স্থানে লইয়া যাও।" রাজাদেশে দূত "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই আমার সহিত আসুন" বলিয়া রমণীকে সম্বোধন করিল। রমণী দূতবাক্য না শুনিয়া পুনরায় অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ রমণীর ঈদৃশ ভাব দেখিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'উনি তোমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক কেন, উহাকে সুধাও" দূত তাহাই করিল। কিন্তু সুন্দরী বিনা বাক্য ব্যয়ে নীরবে কাঁদিতে থাকিলেন। যমরাজ কারণ বুঝিতে না পারিয়া দূতকে আবার বলিলেন উহার যদি কিছু বলিবার থাকে তবে বলুন আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি। এলোকেশী এই কথা শুনিয়া উচ্ছ্বাসিত বেগে রোদন করিয়া বলিল রাজন্ আপনি ধর্ম্ম রক্ষক ধর্ম্মের আশ্রয়, আপনি পাপ পূণ্য ফল বিধাতা বিশ্বের বিচার কর্ত্তা। আমার যা হবার তা হইল, কিন্তু আমার হত্যা জন্য আমার স্বামীর প্রাণ দণ্ড হইবে ইহা আমি কোন্ প্রাণে সহ্য করিব। আমার পরিত্রাণের জন্যই আমার স্বামী আমাকে হনন করেন। পাছে আমি মহান্তের কর কবলিত হই কেবল সেই কারণেই আমার স্বামী আমাকে হত্যা এবং এই লোকান্তরে প্রেরণ করেন। অসহায়া অবলার রক্ষা সাধন জন্য কাহার প্রাণ দণ্ড হইলে, কে আর ধর্ম্ম বিশ্বাস করিবে, কে আর ধর্ম্মের আশ্রয় লইবে। রাজন্ আপনি প্রকৃত ধর্ম্মাবতার ধর্ম্ম রক্ষক, আমার স্বামীর জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিয়া ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করুন। সুন্দরী এই বলিয়া ছিন্ন মূল তরুর ন্যায় যমরাজ সিংহাসনতলে পতিতা হইলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন। সভা স্থলে সকলে স্তম্ভিত হইয়া সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া রহিল। ধর্ম্মরাজ দয়ার্দ্র চিত্তে রমণীকে তুলিবার জন্য জনৈক প্রহরীকে আদেশ করিলেন। প্রহরী সসম্ভ্রমে তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইল। রমণী পুনরায় রোদন স্বরে বলিল রাজন্ আমার স্বামীর জীবন রক্ষার উপায় করিয়া আমার দগ্ধ হৃদয় শীতল এবং ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করুন। ধর্ম্মরাজ সুন্দরীর কাতরোক্তিতে বিচলিত হইয়া "তাহাই হইবে, তোমার আর কিছু বলিবার আছে কি না" বলিয়া রমণীর মুখ পানে চাহিলেন। রমণী ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া চক্ষু মুছিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

"আর রাজন্ যে মহান্তের জন্য আমার এই দশা এবং আমার স্বামীর প্রাণ দণ্ডের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে আপনার ধর্ম্ম রাজ্যে তাহার কি কোন রূপ শাস্তি হইবে না? এই সমস্ত অনর্থের মূল কারণ যে মহান্ত তাহার কি কোন রূপ দণ্ড হইবে না? তোমার ধর্ম্ম রাজ্যে নিরপরাধী দণ্ড পাইবে এবং প্রকৃত অপরাধী হাঁসিয়া বেড়াইবে, ধর্ম্মাসনে বসিয়া তুমি কি ইহা দেখিতে পারিবে? রাজন সেই মহান্ত যদি স্বামীকর হইতে আমাকে বলে অপহরণ করিবার মানস না করিত তবে আমায় অপমৃত্যু এবং আমার স্বামীর সমূহ বিপদ পাৎ হইত না। আমার স্বামীর পদে ধরিয়া অশ্রু জলে তাঁহার রোষানল শীতল করিয়া একরূপে জীবন যাপন করিতাম। যাহা ভাগ্যে ছিল পরে ঘটিত। আমার পতির প্রাণ রক্ষা হউক, মহান্তের যথোপযুক্ত শাস্তি হউক এই আমার ভিক্ষা। আর এক প্রার্থনা এই যে পিশাচ সম পিতা কেবল ধনলোভে আমার পরম সতীত্ব রত্ন মহান্তকে বিক্রয় করিয়াছিল তাহার যেন যথোচিত দণ্ড বিধান হয়। রমণী এই বলিয়া নীরব হইলে "তোমার প্রার্থনা যাহাতে পূর্ণহয় তজ্জন্য আমি চেষ্টা করিব" বলিয়া ধর্ম্মরাজ তাহাকে বিদায় করিলেন।

বিচার স্থল হইতে সুন্দরী নিষ্ক্রান্তা হইলে যমরাজ এ বিষয়ের কর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য প্রধান কর্ম্মচারী চিত্রগুপ্তকে আজ্ঞা করিলেন। গুপ্ত মহাশয় বলিলেন "কলিকাতাস্থ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভা দেশের হিতকর সকল কার্য্যে প্রায় হস্তক্ষেপ করেন। তারকেশ্বর হিন্দুদের অতি প্রধান তীর্থ স্থান। ধন্বন্তরির অসাধ্য রোগ সমূহও তারকেশ্বরের প্রসাদে আরাম হইয়া থাকে। লক্ষপতির পুরস্ত্রীরাও প্রয়োজন হইলে তথায় যাইয়া থাকেন। এমন প্রধান ও প্রয়োজনীয় তীর্থ স্থানের মহান্তের এমন দুষ্প্রবৃত্তির দণ্ড বিধানে উক্ত সভার সভ্যরা অবশ্য মনোযোগী হইবেন। আর সভার সভ্যগণ মধ্যে অনেকেই পরম হিন্দু। অন্যের দোষে এক জন নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণের প্রাণ দণ্ড হইবে ইহা তাঁহারা কখন দেখিতে এমন কি সহ্য করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু বাবু কিশোরিচাঁদ মিত্রের এইলোকে অল্প দিবস মধ্যে আসিবার কথা। ইনি সেই সভার একজন প্রধান সভ্য আপততঃ উক্ত সভায় আপনকার অভিপ্রায় যুক্ত এক পত্র লেখা যাক্। পরে মিত্র মহাশয় দ্বারা এক অনুরোধ লেখান ও পাঠান যাইবে। আর অদ্যকার কার্য্যে বিবরণের এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সমস্ত দেশীয় পত্র সম্পাদকের নিকট পাঠান হউক। ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তের এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে সভা ভঙ্গ হইল। এলোকেশীর ব্যাপারে অধিক সময় গিয়াছিল। বেলা অধিক হওয়ায় সে দিন আর কোন কার্য্য হইল না।

শ্রী—

জিজ্ঞাসা।

মহাশয়, ২৭ শে বৈশাখের অমৃত বাজারে "মাহিতি জাতির করণত্ব বিষয়ক" বিচারে শ্রীমদ্দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তি ভারতশাস্ত্র সমুদ্র বিলোড়ন করিয়া একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। তদ বিষয়ের সমালোচন আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কেবল অভিজ্ঞতা লাভই এ লেখনী ধারণের প্ররোচক। পত্রপ্রেরক, মাহিতি শূদ্র নহে, যেমন আচার্য্য বা গ্রহবিপ্র কখনও ব্রাহ্মণ নয়, বলিয়া তাহা সমর্থনার্থ লিখিয়াছেন—"চর্ম্মকারস্য দ্বৌপুত্রগণকো বাদ্যকারকঃ।" কোন বিষয় বিহিত বলিতে হইলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়, পত্রপ্রেরকও তৎ পদ্ধতি উপেক্ষা করেন নাই। আমাদের জিজ্ঞাসা, উক্ত বাক্যটী কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত হইয়াছে। লেখক ইহার প্রকৃত উত্তর প্রকটন করিবেন। যদি এবাক্যটী শাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণ না করেন, আমরা আচার্য্যবংশীয় ঋদ্ধিশালী ব্যক্তিমাত্রকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিবেন।

ইতি সাল ১৮৭৩ তাং ১৭ আগষ্ট শ্রীহট্ট — আপনার বাধ্য আর, বি, আর মালীয়া

বিজ্ঞাপন।

ব্যবস্থামালা।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ্‌ট্যানার, ওয়েষ্ট, বার্লো, ইরিক্সেন প্রভৃতি চিকিৎসকগণের প্রেক্‌প্সন বহুযত্নে সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত হইবার সংকল্প আছে। ইহাতে ঔষধের গুণ ও আময়প্রয়োগ প্রভৃতি দেওয়া হইবে। সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১ টাকা অন্যের প্রতি ১৷৷০ টাকা ধার্য্য হইল। যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে চাহেন, দুই মাস মধ্যে আপন আপন নাম, ধাম, ডাকঘরের ঠিকানা এবং কয়খানি গ্রহণ করিবেন তাহার সংখ্যা ত্বরায় দিবেন।

শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কান্দী দাতব্য চিকিৎসালয়ের
সব এসিষ্টাণ্ট সার্জন। (২)

বঙ্গভাষায় রোগ-বিচার ও ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

গৃহী মাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা এবং বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ন্যাল্ অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ প্রত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত উপরিউক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাশুল ৷৷০ আনা৷৷ উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ধাত্রী-শিক্ষার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল। ইহার ডাকমাশুল।/ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। [১]

গুপ্তযন্ত্র।

২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন, প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।